দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... NOV 03 1999 ...
পৃষ্ঠা 9 কলাম ...

বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের শোক

জাতীয় মনীষী প্রিন্সিপ্যাল আজরফের ইন্তেকালে জাতি এক মহীরুহকে হারালো

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বরেণ্য শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, সাহিত্যিক, ইসলামী চিন্তাবিদ, জাতীয় অধ্যাপক প্রিন্সিপ্যাল দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ইন্তেকালে সমগ্র জাতি শোকাহত। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন জাতীয় মনীষী প্রিন্সিপ্যাল আজরফের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছে, তাঁর ইন্তেকালে জাতি একজন মহীরুহকে হারালো। এ ক্ষতি কোনদিন পূরণ হবার নয়। শতাব্দীর সাক্ষী দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ এদেশের মানুষের কাছে কিংবদন্তী হয়ে আছেন— যিনি তাঁর পুরো জীবন ধর্ম, দেশ, জাতি, মানবতার জন্য উৎসর্গ করে গেছেন। জাতীয় জীবনে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। জাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করবে।

জাতীয় অধ্যাপক, বিশিষ্ট ইসলামী দার্শনিক ও চিন্তাবিদ প্রিন্সিপ্যাল দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ-এর ইন্তেকালে সাবেক প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এক শোক বিবৃতিতে তিনি বলেন, এই উপমহাদেশের মধ্যে মরহুম দেওয়ান আজরফ ছিলেন একজন কিংবদন্তী পুরুষ। তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্যে প্রতিটি মানুষই বিমোহিত হতেন। ইসলামী দর্শনের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন সারাটি জীবন। জনাব এরশাদ মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে গভীর সমবেদনা জানান।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম এক শোকবাণীতে বলেন, বিশিষ্ট ইসলামী দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও লেখক অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ইন্তেকালে জাতি একজন বিজ্ঞ দার্শনিক, পণ্ডিত এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে হারালো। তাঁর ইন্তেকালে চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক ময়দানে বিশেষ করে ইসলামী চিন্তার জগতে বিরাট যে শূন্যতার সৃষ্টি হল, তা সহজে পূরণ হবার নয়। তিনি মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন এবং ভক্ত-অনুরক্তদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বলেন, তাদেরই একজন হিসেবে আমি এ শোকে শরীক মনে করছি।

বাংলাদেশ দর্শন সমিতির সভাপতি ডঃ আমিনুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ আনিসুজ্জামান এক বিবৃতিতে বিশিষ্ট দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ইন্তেকালে শোক প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশ দর্শন সমিতির জন্মলগ্ন থেকে তিনি এ সমিতির পরিচালনায় ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে এবং সমিতির সভাপতি ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক, প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবী, পরমতসহিষ্ণু চিন্তাবিদ এবং সৃজনশীল লেখক হিসেবে তাঁর অবদান সর্বজনবিদিত। বিগত সাত দশকেরও বেশী সময় ধরে উদার মানসিকতার অধিকারী এই মহৎপ্রাণ মনীষী তাঁর বহুমুখী চিন্তা, রচনা ও কর্মসাধনার মাধ্যমে দেশ-জাতি তথা মানবতার যে সেবা করে গেছেন; বাংলাদেশ দর্শন সমিতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের তরফ থেকে তারা তা গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন।

আবুজর গিফারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের স্মরণে গতকাল সকাল ১১টায় কলেজের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীগণ মরহুমের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক শোকসভায় মিলিত হন। শোকসভায় কলেজ প্রিন্সিপাল একেএম জহিরুল ইসলাম, ভাইস প্রিন্সিপাল আফতাব হোসেন শিকদার, ভাইস প্রিন্সিপাল নূরুন্নবী সিদ্দিকী, অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান, অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক রইচ উদ্দিন, অধ্যাপিকা তৃপ্তি রাণী বড়ুয়া, অধ্যাপক হেমায়েতউদ্দিন মরহুমের জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিকের ওপর বক্তব্য রাখেন। বায়তুল মোকাররমে জানাযা শেষে তাঁর লাশ কলেজে আনা হয় এবং শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সভাশেষে মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

ওয়ার্ল্ড হার্ট এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী জেনারেল প্রফেসর কাজী নুরুল ইসলাম এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছেন, তাঁর ইন্তেকালে মেধার জগতে শূন্যতা সৃষ্টি হল।

তমদ্দুন মজলিসের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আবদুল গফুর এক বিবৃতিতে বলেন, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক, প্রবীণ শিক্ষাবিদ, তমদ্দুন মজলিসের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ইন্তেকালে জাতি শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ মনীষীকে হারিয়েছে। ধর্ম থেকে শুরু করে দর্শন, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সাহিত্য পর্যন্ত সকল বিষয়ে এমন গভীর জ্ঞানের সমাবেশ একই ব্যক্তির মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না।